খুলনা মাহমুদপুরের বাহাছ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,

মুছান্নিফ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক ও

ঝুরুলি নিবাসী মাওলানা নুরুল্লাহ আমিনীর প্রচেষ্টায়-

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" ইহতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(প্রথম মূদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ১৫ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام

على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

খুলনা মাহমুদপুরের বাহাছ

বাহাছ সংবাদ

গত ২৭।২৮।২৯শে বৈশাখ বগুড়া জেলার জয়পুর হাটের অন্তর্গত হেছেমি হাটে হানাফি ও মোহাম্মদি সম্প্রদায়ের বাহাছ সভার কথা স্থির হইয়া উভয় পক্ষ হইতে সংবাদাদি প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মোহাম্মদি সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে পুলিশ কর্ত্তৃক উক্ত তিন দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করিয়া বাহাছ বন্ধ করিয়া দেন। নির্দ্দিষ্ট তিন দিন পরে বাহাছ হইবার কথা হয় এবং উভয় পক্ষ হইতে লোকজন যাতায়াত করিয়া কথাবার্ত্তা স্থির ও স্থান নির্ণয়াদি হইতে থাকে। কিন্তু স্থানীয় লোকের বহু সাধ্য সাধনা ও অভয় প্রদানে কিছুতেই যখন মোহাম্মদিগণ প্রকাশ্য বাহাছ সভায় আসিতে স্বীকৃত হইল না এবং নানা ওজর দেখিতে লাগিল তখন জয়পুর হাটের সাব-ইন্‌সপেক্টর সাহেবের অনুমতিতে জয়পুর হাটে বাহাছ সভা হইবে বলিয়া স্থির হয় এবং পুলিশের লোক উভয় পক্ষের মোচলেকা লইতে যাইয়া এই সংবাদ ভালরূপে জানাইয়া আসেন। নির্দ্দিষ্ট ৩১শে বৈশাখ শেষ সময় পাঁচ টার মধ্যে জয়পুরহাটের সভায় উক্ত মৌলবিগণ উপস্থিত হইলেন না বা তাহাদের উপস্থিত হইবার সঠিক সংবাদ মোহাম্মদী দলের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণও দিতে পারিলেন না তখন সাব-

ইনস্‌পেক্টর সাহেব সভা বন্ধের আদেশ দেন। হিন্দু-মুসলমান শ্রেতৃবর্গ কর্ত্তৃক হানাফিদের জয় ঘোষিত হয়। উক্ত সভাতে হানাফি পক্ষীয় আলেমগণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ওয়াজ নছিহত করেন এবং বহু কেতাব পত্র মজহাব মান্য ও এমামগণের তক্‌লিদ করিবার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ২৯শে তারিখে দশ জন ও তৎপরে আরও অনেক মোহাম্মদী তওবা করিয়া হানাফি মজহাব গ্রহণ করেন।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রতিবাদ

(মাওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব)

মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ এফাজদ্দিন, মৌঃ আব্বাস আলি প্রভৃতি সাহেবগণ সাতক্ষীরা মহকুমার এলাকাধীন বুলোরাটী গ্রামে গিয়াছিলেন, সেই সময় মাহমুদ পুরের হানাফী কফিলদ্দীন মিঞা তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্ন করেন- “চারি মজহাব মান্য করা বাতীল কিনা ? বেদয়াতে জালালা কিনা? চারি মজহাবাবলম্বীগণ বেহেশতী ফেরকাভুক্ত কিম্বা দোজখী ফেরকাভুক্ত ?”

মৌলবী এফাজদ্দিন সাহেব বলিয়াছিলেন, আমি ইহা বলিতে পারি না কফিলদ্দীন মিঞা বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি এখনও কোন মজহাব সত্য বুঝিতে পারিল না, তাহার কথা লোকে কেন বিশ্বাস করিবে ? ঐ মজহাব বিদ্বেষী দলের মৌলবী দাউদ সাহেব নবাবপুরে উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন, এমন কি তিনি তাহারই কথিত উত্তরের প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম হইবেন বলিয়া বাহাছ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহাদের দলের অন্যান্য মৌলবিগণ বলিয়া বসিলেন যে, কে ইহার উত্তর দিয়াছে তাহা আমরা জানি না।

মৌলবী এফাজদ্দিন সাহেব ইতিপূর্ব্বে ইহার উত্তর লিখিয়া দিয়া হুগলী জেলার মাওলানা এসমাইল সাহেব তাতিবাগীর নিকট মুখ খুলিতে পারেন নাই। এই মৌলবী সাহেব যশোহর জেলার লক্ষ্মীপুর, হুগলীজেলার

নবাবপুর, খুলনা জেলার কালীগঞ্জ বাহাসগুলিতে কথা বলিতেসক্ষম হন নাই। সেই মৌলবী এফাজদ্দিন সাহেব একখানা ধোকাপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া অক্ষম দুঃসাহসের পরিচয় দিতেছেন।

পাঠক, স্থিরচিত্তে তাহার বিজ্ঞাপনের অসারতা বুঝুন;—

(১) তিনি উক্ত বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "ফরজ, ওয়াজেব আল্লাহ ও রাছুলের হুকুম ব্যতীত্ আর কাহারও হুকুম হইতে পারে না।

আমাদের উত্তর

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তফসিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

کسا نیکه اطاعت انها بحکم خدا فرض است شش گروه اند الخ

" খোদার হুকুমে ছয় দল লোকের আদেশ পালন করা ফরজ;—

(১) শরিয়তের মোজতাহেদ ও তরিকতের পীরগণ একদল, সাধারণ উম্মতের প্রতি তাহাদের একজনার হুকুমের তাবেদারি করা ওয়াজেব, কেননা শরিয়তের গুপ্ত তত্ত্ব ও তরিকতের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝা তাহাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা নাজান তবে আহলেজ্জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

(২) সুলতান, কাজী, আমীর ও হিসাব পরীক্ষক একদল, প্রজাদের প্রতি দৈনন্দীন ঘটনা ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট হিতজনক ব্যাপারে তাহাদের আদেশ নিষেধ পালন করা ওয়াজেব।

(৩) স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর প্রতি ওয়াজেব। পিতা মাতার আদেশ পালন করা সন্তানগণের প্রতি ওয়াজেব।

(৫) গোলামের প্রতি মনিবের আদেশ পালন করা ওয়াজেব।

(১) এক্ষণে আমি মৌলবী এফাজদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মহামান্য সৈয়দ মাওলানা নজির হোসাএন সাহেবের পরম গুরু

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেবলবী কি বলিয়াছেন, তাহা কি আপনি জানেন না ? তিনি ত এমাম, বাদশাহ কাজী ও আমীরগণ এবং স্বামী, পিতামাতা ও মনিবের হুকুম মান্য করা ফরজ ওয়াজেব বা খোদার হুকুম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর আপনারা কতিপয় হঠকারী লোকের তকলীদ করতঃ সেই খোদার হুকুম অমান্য করিয়া শেরেক করিলেন কিনা ?

(২) তিনি আরও লিখিয়াছেন—"আমরা বলি যে, রছুল (সাঃ) ও সাহাবার ও চারি এমামের সময়ে চারি মজহাব প্রচলিত ছিল না এবং প্রচলিত চারি মজহাব সম্বন্ধে আল্লাহ, আল্লার রসুল এবং সাহাবা ও চারি এমাম ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত বলেন নাই। এইজন্য আমরা বলি, প্রচলিত চারি মজহাব দিন এসলামের মধ্যে কিছুই নহে, শিয়া ও মোরজিরা ইত্যাদি মজহাবের ন্যায় গোমরাহি বেদয়াতের গণ্য।"

আমাদের উত্তর

চারি এমাম কোরআন ও হাদিসের অস্পষ্টাংশ ও স্পষ্টাংশ বা সাহাবাগণের কথা ও কার্য্য হইতে যে মসলা সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয়কে চারি মজহাব বলা হয়, আর ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, সাহাবাগণের কথা ও কার্য্য কোরআন এবং হাদিসের অস্পষ্টাংশ। আর কোরআন ও হাদিসের উভয় অংশ হজরত নবি করিম (সাঃ) এর সমস্ত সাহাবাগণের ও চারি এমামের সময় বর্ত্তমান ছিল, আল্লাহ, রসুল ও সাহাবাগণ কোরআন ও হাদিসের উভয় অংশ মান্য করিতে বলিয়াছেন, কাজেই এই চারি মজহাব সম্পূর্ণ কোরআন ও হাদিসের মর্ম্ম। যে হিংসুক ব্যক্তিই ইহাকে শিয়া ও মোরজিয়াদের ন্যায় গোমরাহি মূলক বেদয়াত বা ইসলাম হইতে খারিজ বলিয়া দাবি করে, সেই ব্যক্তি গোমরাহ, ভ্রান্ত ও এসলাম হইতে খারিজ হইবে।

তজনিব, ১৭ পৃষ্ঠা,—

"জুহরির কয়েক প্রকার শিষ্য ছিল। এমাম বোখারি প্রথম শ্রেণীর হাদিসগুলিকে সহিহ বলিয়া অবশিষ্ট শিষ্যগণের হাদিসগুলি রদ করিয়াছেন।

এমাম মোসলেম প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদিসগুলিকে সহিহ, এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর হাদিসগুলিকে সহিহ ও এমাম তেরমেজি চারি শ্রেণীর হাদিসগুলিকে সহিহ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

মোকাদ্দমায় নাবাবী, ১১ পৃষ্ঠা —

এমাম বোখারি ৪৩৪ জন বিদ্বানের উল্লিখিত হাদিছগুলি সহিহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে এমাম মোসলেম তৎসমুদয় রদ করিয়াছেন। এমাম মোসলেম ৬২৫ জন বিদ্বানের উল্লিখিত হাদিসগুলি সহিহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তৎসমুদয় রদ করিয়াছেন।

মূল কথা, উপরোক্ত পাঁচজন মোহাদ্দেসের চারি প্রকার মজহাব ছিল, এইরূপ অনেক মসলায় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মজহাব ছিল। তাঁহাদের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মজহাবের প্রমাণ ওছুলে-হাদিসে'র কেতাব সমূহে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। তাহাদের এইরূপ চারি বা ততধিক মজহাব হজরত নবি করিম (সাঃ) সাহাবগণ, তাবেয়িগণ, তাবা-তাবেয়িন বা চারি এমামের জামানায় প্রচলিত ছিল না এবং আল্লাহ, রসুল সাহাবাগণ চারি এমাম তাহাদের উল্লিখিত মজহাবগুলি ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নত কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণের মতে মোহাদ্দেসগণের উপরোক্ত প্রকার অভিনব মজহাবগুলি শিয়া ও মোরজিয়াদের ন্যায় গোমরাহি মূলক বেদয়াত ও দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ হইবে না কেন? মজহাববিদ্বেষীগণের কেহ বে-নামাজীর জানাজা হারাম, কেহ জায়েজ বলেন, একদল তামাক পান হারাম, অন্যদল হালাল, একদল স্ত্রীকে মাতা বলিলে, জেহারের কাফ্যারা ওয়াজেব, একদল উহাকে ওয়াজেব নহে একদল মোতলাক তকলিদকে জায়েজ অন্যদল উহাকে হারাম বলিয়া থাকেন। একদল এজমা ও কেয়াছকে অস্বীকার, এক দল স্বীকার করিয়া থাকেন, একদল কেবল সাহাবাদের এজমা মান্য করার দাবি, অন্য দল সমস্ত উম্মতের এজমা মান্য করার দাবি করিয়া থাকেন। একদল স্ত্রীসঙ্গম কালে বীর্য্যপাত না হইলে, গোসল ফরজ, অন্যদল গোসল ফরজ নহে বলিয়া প্রকাশ করেন।

তাহাদের যত মৌলবী তত মত, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত রাছুল, সাহাবা ও চারি এমামের জামানায় ছিল না, এক্ষেত্রে তৎসমস্ত গোমরাহিমূলক বেদয়াত ও ইসলাম হইতে খারিজ হইবে না কেন ?

(৩) আরও তিনি লিখিয়াছেন,—

"কোরআন ও হাদিছের মোকাবালায় কোন দেশের চালচলন বা কোন পীর আলেম ও এমামের কওল ও ফেয়েলকে (কথা ও কার্য্যকে) ফরজ, ওয়াজেব সোন্নত স্থানে দিন ইসলামে গণ্য করা রূপ কার্য্য শেরক ও কাফেরী প্রণালীতে গণ্য।"

আমাদের উত্তর।

মক্কা, মদিনা, কুফা ও বাসোরার লোকেরা যে নিয়মে কোরআন পাঠ, আরবি অক্ষর গুলি উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং যে নহোছরফের সূত্রে আরবি শব্দগুলির পাঠ করিয়া থাকেন, তৎসমূদয় বিষয়গুলির প্রমাণ তন্ন তন্ন ভাবে কোরআন ও হাদিছে আছে কিনা? যদি থাকে, তবে মজহাব বিদ্বেষীগণ উহা পেশ করুন, আর যদি না থাকে, তবে প্রতিপক্ষগণ কোরআন ও হাদিছের মোকাবালার দেশ বিদেশের নিয়ম পদ্ধতি ও লোকের কথার অনুসরণ করা ফরজ ওয়াজেব বুঝিয়া ও ইস্লামের অন্তর্গত ধারণা করিয়া মোশরেক ও কাফের হইবেন কিনা।

এসলাম জগতের ৫০ খণ্ডের অধিক হাদিস গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ছয় খানাকে সহিহ কেতাব বলিয়া মান্য করার হুকুম কোরআন ও হাদিসে আছে কিনা ? যদি থাকে তবে প্রতিপক্ষগণ পেশ করুন, আর যদি না থাকে, তবে কোরআন ও হাদিছে মোকাবালায় কতিপয় মোহাদ্দেছের কথায় এইরূপ দাবি করা ও দ্বীন ইসলামের অন্তর্গত ধারণা করা শেরক কাফেরি হইবে না। সহিহ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম কেতাব বলা, তৎপরে সহিহ মোছলেমকে, তৎপরে আবু দাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি ইত্যাদিকে অগ্রগণ্য ধারণা করা কি আল্লাহ ও রাছুলের হুকুম। যদি হয়, তবে প্রতি পক্ষগণ ইহার

প্রমাণ পেশ করেন। আর যদি না হয়, তবে কোরআন ও হাদিছের মোকাবালায় এইরূপ দাবি করা শেরক ও কাফেরি হইবে কিনা ? এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে হাদিছগণ যে হাদিসগুলি সহিহ, জইফ, মোনকার, মোয়াল্লাল, মোয়ান্য়ান ইত্যাদি স্থির করিয়াছেন, আল্লাহ ও রাছুল এই সমস্ত আদেশ করিয়াছেন কিনা ? যদি করিয়া থাকেন, প্রতিপক্ষগণ ইহার প্রমাণ পেশ করুন, আর যদি খোদা রসুলের এরূপ আদেশ না থাকে, তবে তাহাদের এইরূপ আনুমানিক কথাগুলি ফরজ ওয়াজেব তুল্য জ্ঞান করিয়া মান্য করা শেরক ও কাফেরী হইবে কি না ?

মজহাব বিদ্বেষী দলের সাধারণ লোকেরা মৌঃ এফাজদ্দিন, মৌঃ বাবর আলী, মৌঃ আবদুলবারি মৌঃ আবদুল গফুর প্রভৃতি আলেমগণের ফৎওয়াগুলিকে সত্য জানা ও ফরজ ওয়াজেব বলিয়া মান্ন করা কোরআন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে কিনা? যদি থাকে, প্রতিপক্ষগণ ইহার প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি না থাকে, তবে কোরআন হাদিসে স্পষ্টভাবে আদেশ থাকা স্বত্ত্বেও তাহাদের হুকুম মানিয়া সমগ্র মোহাম্মদী দল মোশরেক কাফের হইবেন কি না ?

আমরা-মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণের নিকট উপরোক্ত কথাগুলির দলীল লইবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম।

মোজতাহেদ এমামগণের মজহাব মান্য করার দলীল কোরআন হইতে ইতিপূর্ব্বে পেশ করা হইয়াছে, কিন্তু এমামত্ব বিহীন মৌলবিগণের স্বীয় মত মান্য করার কথা আছে কি ?

৪। আরও তিনি লিখিয়াছেন;—

যে নামে মজহাব বানাইতে আল্লা ও রসুল (সাঃ) আদেশ করেন নাই, সেই সকল নামে উপাধি করিয়া মজহাব বানাইয়া ধর্ম্মে গণ্য করিয়া ফরজ, ওয়াজেব বলা শেরক ও কোফরীতে গণ্য হইবে না কেন ?”

আমাদের উত্তর

ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে হাদিসগুলির বিবিধ প্রকার নামকরণ করা হইয়াছে, যথা—সহিহ, হাছান, জইফ, মোছনাদ, মোত্তাছেল, মরফু, মওকুফ, মক্‌তু, মোরছাল, মোন্‌কাতা, মো'জাল, মোদাল্লাছ, শাজ্জ, মোনকার, মোয়াল্লাল, মোজতারাব, মোদরাজ, মওজু, মক্‌লুব, মশহুর, মোতাওয়াতের, গরিব, আজিজ, মোছালছাল ইত্যাদি।

আল্লাহতায়ালা বা তাঁহার রাছুল হাদিসের এইরূপ নানাবিধ নামকরণ করিতে হুকুম করিয়াছেন কি ? যদি করিয়া থাকেন তবে প্রতিপক্ষগণ ইহার প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি না করিয়া থাকেন, তবে মোহাদ্দেছগণের এইরূপ নানাবিধ নামকরণ করা, উহাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিধান বলিয়া গণ্য করা এবং মজহাব বিদ্বেষিগণের তৎসমস্তকে ফরজ, ওয়াজেব তুল্য জ্ঞান করা শেরেক ও কোফরী হইবে না কেন ?

ছয়খানা কেতাবকে সেহাহ্ সেত্তা নাম ও উপাধি দিতে আল্লাহ ও রাছুল আদেশ করিয়াছেন কিনা ? যদি না করিয়া থাকেন, তবে ইহাকে ফরজ ওয়াজেব তুল্য বিশ্বাস করিয়া লওয়া শেরক কোফরী হইবে কিনা?

আল্লাহ ও রাছুল আহলে হাদিস ও মোহম্মদী উপাধি ধারণ করিতে কোন আয়ত ও হাদিসে হুকুম করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে প্রতিপক্ষগণ উহার প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ উপাধি ধারণ করা শেরক ও কোফর হইবে না কেন ?

ভ্রান্ত ৭২ ফেরকার মধ্যে প্রত্যেক ফেরকার নাম আল্লাহ ও রাছুল প্রকাশ করিয়াছেন কিনা ?

যদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে প্রতিপক্ষগণ ইহার প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি প্রকাশ করিয়া না থাকেন, তবে প্রতিপক্ষগণ সেই নামগুলি মুখে লইয়া শেরেকী। কাফেরী করিলেন কিনা ?

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মজহাব বিদ্বেষী দলই যে বেহেশতী ফেরকাভুক্ত, আল্লাহ ও রাছুল ইহা বলিয়াছেন কি ? এবং তাহাদের

মৌলবিগণের ফৎওয়াগুলি যে অকাট্য সত্য, ইহাও আল্লাহ ও রাছুল বলিয়াছেন কি? যদি বলিয়া থাকেন, তবে প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ দিন, আর যদি না বলিয়া থাকেন, তবে তাহারা শেরক কাফেরি করিলেন কি না ?

তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,—

৫। ‘‘আল্লাহতায়ালা যে সময়ে যে কোন আসমানি কেতাব নাজেল করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার উপর নাজেল করিয়াছেন, ঐ সময়ের লোকের তাঁহার আজ্ঞাবহ হওয়া আবশ্যক কি না ?

আমাদের উত্তর

হ্যাঁ, কোরআন শরীফ হজরত নবী (ছাঃ) এর উপর নাজিল হইয়াছিল সেই জামানার লোকের পক্ষে তাঁহার আদেশ পালন করা আবশ্যক ছিল ? তৎপরে দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে শেষ যুগ পর্য্যন্ত লোকের পক্ষে তাহার আজ্ঞাবহ হওয়া আবশ্যক কি না ? যদি আবশ্যক হয়, তবে প্রশ্নটী একেবারে অর্থশুন্য হইয়াছে।

৬। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, ‘‘আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ ভিন্ন অপর কাহারও আদেশ ফরজ ও ওয়াজেব, হালাল ও হারাম হইতে পারে কিনা ?’’

আমাদের উত্তর

পিতামাতার আদেশ স্বামীর আদেশ ও প্রভুর আদেশ মান্য করা আল্লাহ ও রাছুলের হুকুম অনুযায়ী ফরজ, তাঁহাদের নিষিদ্ধ বিষয়গুলির অনুষ্ঠান করা হারাম।

এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যেরূপ হাদিছের সত্যাসত্য বিচার ও রাবিদের যেরূপ অবস্থা করিয়াছেন, মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবি বাবর আলি মৌলবি আবদুল গফুর মৌলবী আবদুল বারি প্রভৃতি সাহেবগণ নিজেদের মুরিদগণকে যে যেরূপ ফতওয়া দিয়া থাকেন, তৎসমস্ত মান্য করা ফরজ না হারাম ? যদি ফরজ হয়, তবে প্রমাণ কি ?

৭। তিনি লিখিয়াছেন—

ইসলাম ধর্ম্ম মোহাম্মদের (সঃ) উপর পুরা হইয়াছে কিনা ?

আমাদের উত্তর ।

হাঁ, তাঁহার উপর ইসলাম পূর্ণ হইয়াছিল। তবে ইসলাম পূর্ণ হওয়ার অর্থ কি তাহাও শুনুন—

তফসির-কবির, ৩/৩৬৮ পৃষ্ঠা,—

'ইসলাম ধর্ম্ম, পূর্ণ হওয়ার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা সমস্ত ঘটনার ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতক ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে (প্রকাশ করিয়াছেন) আর কতক ঘটনার ব্যবস্থা জানিবার জন্য কেয়াস করিবার নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন, একাংশের ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়াংশের ব্যবস্থা প্রথমাংশের উপর কেয়াস করিলে জানিতে পারা যায়, তৎপরে যখন আল্লাহতায়ালা কেয়াস করিতে ও মুসলমানদিগকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হুকুম করিয়াছেন, তখন এই সূত্রে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইল এই হিসাবে ইসলাম ধর্ম্ম কামেল (পূর্ণ) হইল।"

এমাম এবনো হাজার আস্কালানি সহিহ বোখারির টীকার ১৩ খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—'উক্ত আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, এই আয়তটী নাজিল হওয়া কালে ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা হজরত নবি (সঃ) এর মৃত্যুর প্রায় ৮০ দিবস পূর্ব্বে নাজিল হইয়াছিল। এইসূত্রে এই আয়তের পরে অন্য কোন হুকুম নাজিল করা হয় নাই, এইরূপ দাবিতে বিশেষ সন্দেহ আছে। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, শরিয়তের মূল রোকনগুলির সম্বন্ধে উহা হইয়াছে যে, ইসলাম ধর্ম্ম পূর্ণ হইয়াছে। উহা ফরুয়াত মস্‌লা সম্বন্ধে কতিথ হয় নাই, এই হেতু এই আয়তটি কেয়াস অমান্যকারিগণের অনুকুল দলীল হইতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, উক্ত আয়তের পরে আর কোন হুকুম নাজিল হয় নাই, তবে কেয়াস অমান্যকারীগণের দলীলের প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে যে, উপস্থিত

ঘটনাবলী সম্বন্ধে কেয়াস প্রয়োগ করা কোরআন শরিফের হুকুম হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর যদি কোরআন শরিফে "এবং রাছুল যাহা তোমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তাহা তোমরা গ্রহণ কর," এই আ'ম আয়ত ব্যতীত কেয়াস সংক্রান্ত আয়ত যদি নাও থাকিত, (তবে বলা যাইতে পারে) যে হজরত কেয়াস করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং কেয়াসি মত সমর্থন করিয়াছেন। এইসূত্রে কেয়াসও ধর্ম্মের পূর্ণকারী বিষয়গুলির অন্তর্ভূক্ত হইল। (এমাম) এবনোক্কিন, (এমাম) দাউদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি তোমার উপর এইজন্য কোরআন নাজিল করিয়াছি যে, তুমি লোকদিগের জন্য যাহা তাহার উপর নাজিল করা হইয়াছে, বর্ণনা করিবে।" মহিমান্বিত আল্লাহ অনেক অস্পষ্ট বিষয় নাজিল করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার নবি। (হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যাহা তাঁহার সময়ে আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা, করিয়াছেন, আর যাহা তাঁহার সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল না, তাহার ব্যাখ্যা বিদ্বানগণের প্রতি ন্যাস্ত করিয়াছেন,—যথা আল্লাহ বলিয়াছেন, "যদি তাহারা উক্ত বিষয়টি রসুল ও তাঁহাদের মধ্যে আদেশদাতাগণের দিকে উপস্থিত করিতেন, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা উক্ত বিষয়টি অনুমান (কেয়াস) করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, উহা অবগত হইতেন।

মোহাদ্দেছগণ কেয়াছি শর্ত্ত আবিষ্কার করিয়া হাদিছকে ভাগ ভাগ করিয়া কতকগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন ও কতকগুলিকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের এই কাল্পনিক শর্ত্তগুলি ইসলামের পূর্ণকারী অংশ হইবে কিনা ? যদি হয়, তবে এমামগণের কেয়াসি মসলাগুলি কেন শরিয়তের পূর্ণকারী অংশ হইবে না ? আর যদি না হয়, তবে সমস্ত হাদিস বাতীল হইয়া যাইবে।

৮। তিনি লিখিয়াছেন,—"আল্লাহতায়ালা বান্দাগণের উপর যে হুকুম আ'মভাবে করিয়াছেন তাহা অন্য কাহারও হুকুমে খাস হইতে পারে কি না?

আমাদের উত্তর

আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফে বলিয়াছেন, এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সক্ষম। ইহা আ'ম কথা সাদারণভাবে কথিত হইয়াছে।

এস্থলে বিদ্বানগণ নিজেদের জ্ঞানে বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা পানাহার করিতে, নিজকে মারিয়া ফেলিতে ও নিজের অংশীর (শরিক) বা তুল্য প্রস্তুত করিতে সক্ষম নহেন। আল্লাহকে উহা হইতে খাস করা হইয়াছে। আল্লাহ যাহা আ'মভাবে বলিয়া ছিলেন, বিদ্বানগণ তাহা খাস করিয়া ছিলেন, মজহাব বিদ্বেষিগণ বিদ্বানগণের এই কেয়াছের তক্‌লিদ করিবেন কিনা ? যদি তক্‌লিদ করেন তবে নিজেদের দাবি অনুসারে কাফের মোশরেক হইবেন, আর যদি ইহার তক্‌লিদ না করেন, তবে খোদার শরিক হওয়া সম্ভব ধারণা করিয়া কাফের হইবেন।

খোদা নামাজ কায়েম করিতে, জাকাত দিতে, জন্তু শিকার করিতে ও ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। বিদ্বানগণ এই আ'ম হুকুমগুলির মধ্যে খাস করিয়া নামাজ ও জাকাত ফরজ, জন্তু শিকার করা মোবাহা ও চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া মোস্তাহাব বলিয়াছেন। প্রশ্নকারী যদি তাহাদের তক্‌লীদ হারাম বলিয়া দাবি করেন, তবে জন্তু শীকার ও ক্রীতদাসকে চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া ফরজ বলিবেন না কেন? বরং বিদ্বানগণ আল্লাহতায়ালার কতক খাস হুকুমকে। আ'ম করিয়া লইয়াছেন।

সুরা নেছাতে উল্লিখিত হইয়াছে, "আর তোমারা যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত সঙ্গম করিয়াছ তাহাদের যে কন্যা সকল তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতিপালিত) হইয়াছে, উক্ত কন্যা সকল তোমাদের পক্ষে হারাম করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, আপন পত্নীর অন্য স্বামীর পক্ষ হইতে যে কন্যা থাকে, যদি সেই কন্যা এই ব্যক্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত না হয়, তবে ইহার পক্ষে হারাম হইবে না, কিন্তু আলেমগণ এজতেহাদ করিয়া এই খাস হুকুমকে আ'মভাবে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহার কন্যা ইহার নিকট প্রতিপালিত হউক, আর নাই হউক, ইহার প্রতি হারাম হইবে।

এইরূপ কোরআন শরিফের অনেক খাস হুকুম আ'মভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

আল্লাহ ও রসুল কোন হাদিস গ্রন্থকে কোরআনের পরে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ ও কোন মোহাদ্দেছকে অগ্রগণ্য বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। তবে মজহাব বিদ্বেষীগণ নিজেদের কেয়াসে খাস করিয়া সহিহ্ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম কেতাব ও এমাম বোখারিকে অগ্রগণ্য দাবি করিয়া শেরক করিলেন কিনা ?

আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফে কোন গ্রন্থ বিশেষকে সহিহ্ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষিগণ খাস করিয়া ছয়খানা কেতাবকে সেহাহ (সহিহ্) বলিয়া দাবি করিয়া শেরক করিলেন কিনা ?

আল্লাহ এবং রসুল হাদিস গ্রন্থগুলির শ্রেণীর বিভাগ করেন নাই, তবে মজহাব বিদ্বেষীগণ খাস করিয়া কতকগুলি কেতাবকে প্রথম তাবকার, কতকগুলিকে দ্বিতীয় তাবকার, কতকগুলিকে তৃতীয় বা চতুর্থ তবকার কেতাব বলিয়া শেরেক কোফুরি করিলেন কিনা ?

আল্লাহতায়ালা আলেমগণের কথা মান্য করিতে সাধারণ লোকের প্রতি আদেশ করিয়াছেন কিনা ? যদি না করিয়া থাকেন তবে নিরক্ষর মজহাব বিদ্বেষীদল মৌলবী এফাজদ্দিন, বাবর আলি, আব্বাছ আলি প্রভৃতি সাহেবগণকে মান্য করিয়া মোশরেক হইবেন কিনা ?

আর যদি উক্ত মৌলবী সাহেবগণের ফৎওয়া মান্য করিতে হুকুম করিয়া থাকেন, তবে আ'ম ভাবে বলিয়াছেন, না খাস ভাবে বলিয়াছেন ? যদি আ'ম ভাবে বলিয়া থাকেন, তবে মজহাব বিদ্বেষীগণ শিয়া রাফেজি, খারেজি জাহরিয়া, মোতাজেলা ইত্যাদি মৌলবীগণের ফৎওয়া ত্যাগ করিয়া কি জন্য মৌলবী এফাজদ্দিন প্রভৃতি মোহাম্মদী আলেমগণের ফৎওয়া গ্রহণ করেন ?

আল্লাহ এবং রসুল এফাজদ্দিন, বাবর আলি, আবদুল গফুর, প্রভৃতি দলকে খাস করিয়া নাজি বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু কি জন্য তাহার খাস করিয়া নাজি বলিয়া দাবি করেন? ইহাতে শেরক হইবে না কেন ?

৯। তিনি বলিয়াছেন,—'উলেল আমর কাহাকে বলে ?

আমাদের উত্তর

তফসিরে এবনো কছির, ১-৩৩০ পৃষ্ঠা,—

و الظاهر انها عامة فى كل اولى الامر من الامراء والعلماء

অর্থাৎ আমিরগণ ও আলেমগণ উভয় সম্প্রদায় উলোল-আমর হইবেন।

এইরূপ তফসিরে এলমোল কোরআনে লিখিত আছে।

তফছির-রুহোল-মায়ানি, ২।১১৫।১১৬ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-বারির, ৮।১৬৮ পৃষ্ঠায় আয়নির ৮।৫৫৪ পৃষ্ঠায় ও তফসিরে আহমদীর ২৯০।২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উলোল আ'মর আমিরগণ ও মোজতাহেদগণ এই উভয় সম্প্রদায়কে বলা হইয়াছে।

১০। তিনি বলিয়াছেন,—"উলোল-আ'মর যিনি হইবেন, তাঁহাকে জেন্দা থাকা আবশ্যক কিনা? মৃতব্যক্তি উলোল আমর হইতে পারে কিনা?

আমাদের উত্তর

প্রশ্নকারীর কথায় বুঝা যায় যে, উলেল আমর হইতে গেলে, তাহাকে চিরকাল জীবিত থাকিতে হইবে, ইহা প্রলাপোক্তি নহে কি ? আর যদি তিনি এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করেন যে, মৃত উলেল-আমরের ফৎওয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে বলি হজরত নবি (ছাঃ), সাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, তাবাতাবেয়িগণ ও মোহাদ্দেছগণ এন্তেকাল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ফৎওয়া ও হাদিস গ্রহনীয় হইবে নাকি ? যদি না হয়, তবে সমস্ত দুনিয়ার হাদিসের কেতাব বাতীল হইয়া যাইবে।

১১। তিনি লিখিয়াছেন,—উলেল আমর হইলে যদি তাঁহার মজহাব ধরা আবশ্যক হয়, তবে রসুলের (সাঃ) সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যতজন উলেল-আমর হইয়া গিয়াছেন, ও হইতে সকলের এক একটী মজহাব হওয়া আবশ্যক কিনা ?

আমাদের উত্তর

শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী এনছাফের ৯।১৬।১৮ পৃষ্ঠায় ও হোজ্জাতোল্লাহেল বালেগা'র ১১৩।১১৪।১১৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার,—হজরতের সাহাবাগণের পৃথক পৃথক শহরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন, প্রত্যেকে এক এক অঞ্চলের এমাম হইলেন !

তাঁহাদের মজহাব ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাবেয়িগণের মধ্যে উক্ত সাহাবাগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাবেয়ি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বিধানের পৃথক পৃথক মজহাব হইল এবং প্রত্যেক শহরে এক এক এমাম নিয়োজিত হইলেন।

তিনি আরও একদোল-জিদের ৩১।৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"উম্মতের এজমা হইয়াছে যে, তাঁহারা শরিয়ত অবগত হইতে প্রাচীন বিদ্বানগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন, তাবেয়িগণ এতৎসম্বন্ধে সাহাবাগণের প্রতি, তাবাতাবেয়িগণ তাবেয়িগণের প্রতি, এইরূপ প্রত্যেক দল তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বানগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। যখন প্রাচীন বিদ্বানগণের মত সমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা স্থিরীকৃত হইল, তখন তাহাদের যে মতগুলির উপর আস্থা স্থাপন করা হইবে, তৎসমুদয়ের সহিহ সনদে উল্লিখিত হওয়া কিম্বা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। আরও উক্ত মতগুলি স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া অর্থাৎ যে সমস্ত কথার কয়েক প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, উহার প্রবল মতটী উল্লেখ করা, স্থল বিশেষে সাধারণ হুকুমগুলি খাস করা স্থল বিশেষে অনির্দ্দিষ্ট হুকুমগুলি নির্দ্দিষ্ট করা, ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করা এবং উক্ত হুকুম গুলির কারণ বর্ণনা করা অবশ্যক যিদ উক্ত মতগুলির এই রূপ মিমাংসা না করা হয়, তবে তৎসমৃদয়ের প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ হইতে পারে না। এই শেষ যুগে এই চারি মজহাব উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নহে।"

মূল কথা, চারি এমাম ব্যতীত অন্য মোজতাহেদগণ শরিয়তের আবশ্যকীয় যাবতীয় মসলা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই বা গ্রহণযোগ্য মজহাব

প্রকাশ করিতে পারেন নাই, অথবা তাহাদের মজহাব সহিহ্ সনদে উল্লিখিত হয় নাই, কাজেই অন্য মোজতাহেদগণের মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

১২। তিনি বলিয়াছেন,—"খাস করিয়া এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফী ও এমাম আহমদ বেনে হাম্বল উলেল আমর ছিলেন কিনা ? থাকিলে কোন সময়ে ছিলেন ? তাহাদের ভিন্ন, পূর্ব্বে ও পরে কোন উলেল-আমর হওয়া সম্ভবপর কিনা ?"

আমাদের উত্তর

হাঁ, চারি এমাম উলোল আমার ছিলেন, তাহাদের অগ্রে বা পরে বিস্তর উলোল আমর ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য উলোল আমরের মজহাব কি জন্য মান্য করা হয় না, তাহা ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে। এমাম আজমের জন্ম ৮০ হিজরীতে ও মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে হইয়াছিল। এমাম মালেকের জন্ম ৯৫ হিঃ মৃত্যু ১৯৯ হিঃ এমাম শাফেয়ির জন্ম১৫০হিঃ মৃত্যু ২০৪ হিঃ, এমাম আহমদের জন্ম ১৬৪ হিঃ মৃত্যু ২৪১ হিঃ, এমাম বোখারি জন্ম ১৯৪ হিঃ, মৃত্যু ২৬১ হিঃ এমাম মোসলেমের জন্ম ২০৪ হিঃ, মৃত্যু ২৬১ হিঃ, এমাম আবুদাউদের জন্ম ২০২ হিঃ, মৃত্যু২৫৭ হিঃ, এমাম তেরমজির জন্ম ২০৯ হিঃ মৃত্যু ২৭৯ হিঃ, এমাম নাছায়ির জন্ম ২১৪ হিঃ, মৃত্যু ৩০৩ হিঃ, এমাম এবনো-মাজার জন্ম ২০৯ হিঃ ও মৃত্যু ২৭৩ হিজরীতে হইয়াছিল। একমাল, ৪০—৪৫ পৃষ্ঠা ও তদরিবোর-রাবি ২৫৭—২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, এমাম আবুহানিফা তাবেয়ি, অবশিষ্ট তিন এমাম তাবাতাবেয়ি ছিলেন। সেহাহ লেখক মোহাদ্দছগণ তিনটি উৎকৃষ্ট জামানার (খায়রুল কোরুন) ছিলেন না। তাঁহারা মিথ্যা যুগ অর্থাৎ মন্দ জামানায় হইয়াছিলেন। সাহাবা তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িগণের মধ্যে বিস্তর বড় বড় মোহাদ্দেছ ছিলেন, সেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণের সম সাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী জামানায় অনেক মোহাদ্দেছ ছিলেন, কিন্তু কেবল সেহাহ লেখক ও অন্য কতিপয় মোহাদ্দেছের হাদিছ মান্য করা হয় কেন ?

১৩। 'উক্ত চারি এমামের মধ্যে কোন বিষয়ে ভুল ভ্রান্তি হইয়াছিল কিনা? ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য কোরআন ও হাদিসে কোন বিধান আছে কিনা ?

আমাদের উত্তর

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—

"হে জ্ঞানিগণ, তোমরা কেয়াস কর।"

এই আয়ত অনুসারে মোজতাহেদগণ ফরুয়াত ও এজতেহাদি মস্‌লা সমূহে এজতেহাদ করিতে ও তদনুযায়ী আমল করিতে বাধ্য। একজন মোজতাহেদ নিজের এজতেহাদের বিপরীতে অন্য মোজতাহেদের মতাবলম্বন করিতে বাধ্য নহেন। যদিও একজন মোজতাহেদ এজতাহাদে ভ্রম করিয়া থাকেন, তথাচ অন্য মোজতাহেদের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

হজরত বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যবস্থাপক এজতেহাদ করিয়া হুকুম করে ও সত্য মত প্রচার করে, তবে তাহার পক্ষে দুইটি নেকী হইবে। আর যদি এজতেহাদ করিয়া হুকুম করে ও ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তবে তাহার অন্য একটী নেকী হইবে।"

আবার সুরা নেছা, নহল ও আম্বিয়ার আয়তগুলি অনুসারে এজতেহাদ ও এমামত্বহীন লোকদিগকে মোজতাহেদ এমামের তাবেদারি করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই সাধারণ লোকে এমাম মোজতাহেদের প্রত্যেক ফরুয়াত ও এজতেহাদি মস্‌লা ভ্রান্তিমূলক হইলেও মান্য করিতে বাধ্য।

মোকাদ্দমায় সহিহ মোছলেম, ১১ পৃষ্ঠা তজনবি ১৭ পৃষ্ঠা ও জফরোল আমানি ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—

এমাম বোখারি ৪৩৪ জন বিদ্বানের হাদিছ সমূহ সহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম তৎসমুদয় জইফ বলিয়াছেন, এইরূপ এমাম মোছলেম ৬২৫ জন বিদ্বানের হাদিছ সহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তৎসমুদয় জইফ বলিয়াছেন।

এমাম আবুদাউদ, নাছায়ি ও তেরমেজির মতে অনেক হাদিছ সহিহ, কিন্তু এমাম বোখারি ও মোছলেমের মতে সহিহ নহে। এমাম দারকুৎনি, আবু আলি, আবু দাউদ ও নাছায়ি সহিহ বোখারির ৮০ জন রাবিকে ও সহিহ মোসলেমের ১৬০ জন রাবিকে জইফ বলিয়াছেন।

সেহাহ লেখকগণ এইরূপ মতভেদ ঘটিত স্থল সমূহে সহস্র সহস্র ভুল ভ্রান্তি করিয়াছেন, কিন্তু কোন মোহাদ্দেছ কোন স্থলে ভ্রম করিয়াছেন, তাহা মজহাব বিদ্বেষীগণ নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য, কোরআন ও হাদিছে যদি এইরূপ নির্ব্বাচনের বিধান থাকে, তবে প্রকাশ করুন। আর যদি না থাকে তবে সমস্ত হাদিসের কেতাব তাহাদের পক্ষে পরিত্যক্ত হইবে কিনা ? অনেক মস্‌লা মজহাব বিদ্বেষীগণ সেহাহ লেখকগণ বিশেষতঃ এমাম বোখারির বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন তৎসমূদয় স্থলে ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের উপায় কি? মজহাব বিদ্বেষীগণ গণ্ডা গণ্ডা বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমূদয় স্থলে তাঁহারা ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন কি ?

১৪। "মোজতাহেদ ও মোকাল্লেদ কাহাকে বলে।"

হানাফিদিগের উত্তর।

শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) একদোল জিদের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"এজতাহেদের শর্ত্ত এই যে, মোজতাহেদগণ কোরআন ও হাদিছ হইতে আহকাম সংক্রান্ত বিষয়গুলি, এজমায়ি মস্‌লাগুলি, কেয়াছের শর্ত্তগুলি, কেয়াসের নিয়ম, আরবি সাহিত্য নাসেখ মনসুখ ও রাবিদিগের অবস্থা অবগত হয়েন।"

এই মোজতাহেদ কয়েক প্রকার, মোজতাহেদ মোস্তাকেল, মোজতাহেদ মোন্তাছেব মোসতাহেদ ফিল মাজাহেব, মোজতাহেদ ফিল-মাছায়েল। উক্ত শাহ সাহেব এনছাফের ৭১-৭৪ পৃষ্ঠায় ও একদোল-জিদের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মোজতাহেদ মোতলাক দুই প্রকার। প্রথম মোস্তাকেল,

দ্বিতীয় মোস্তাছেব। প্রথমোক্ত মোজতাহেদগণ ফেকহের মস্‌লা মাসায়েল নির্ব্বাচন করিতে কতকগুলি নিয়মকানুন স্থির করেন, দ্বিতীয়, প্রাচীন বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত মস্‌লাগুলির দলীল অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় প্রাচীন বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক যে মসলাগুলির ব্যবস্থা বিধান করেন। দ্বিতীয় প্রকার মোজতাহেদ প্রথমোক্ত মোজতাহেদের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুনগুলি মান্য করিয়া লইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয় বিষয়ে তাঁহার কথা দ্বারা বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১৫। "চারিজন এমাম ভিন্ন আর কেহ মোজতাহেদ হইতে পারে কি না?

হানাফিদিগের উত্তর

হাঁ তাঁহাদের পূর্ব্বে অনেক মোজতাহেদ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরে তাঁহাদের তুল্য না হইলেও নিম্ন শ্রেণীর মোজতাহেদ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু উপরেক্ত চারি এমাম যেরূপ আবশ্যকীয় প্রত্যেক বিষয়ের গ্রহণ যোগ্য মস্‌লা-মাসায়েল প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ কোন জামানার মোজতাহেদগণ তদসমস্ত প্রকাশ করেন নাই, কাজেই উক্ত চারি এমামের মজহাবই একমাত্র গ্রহণীয়।

সেহাহ লেখক এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতির তুল্য মোহাদ্দেছ তাঁহাদের পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছেন কিনা ?

যদি হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের মতামত কি জন্য সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে ?

১৬। "এমাম আবু হানিফার সাগরেদগণ মোকাল্লেদ ছিলেন কি মোজতাহেদ ছিলেন ? এমাম আবু হানিফা সাহেবের সাগরেদগণ উক্ত এমাম সাহেবের মস্‌লা রদ করিয়াছেন কিনা ? যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে মোকাল্লেদ বলা যাইবে কি মোজতাহেদ ?"

হানাফিদিগের উত্তর।

এমাম সাহেবের প্রধান প্রধান সাগরেদ মোজতাহেদ মোন্তাছাব ছিলেন, কাজেই তাহারা এমাম সাহেবের মূল নিয়ম কানুনগুলি তকলিদ হইল-

করিলেও সমস্ত মস্‌লা মাসায়েলে একমত হইতে পারেন নাই, যেহেতু একজন মোজতাহেদ সম্পূর্ণরূপে অন্য মোজতাহেদের মতাবলম্বন করিতে বাধ্য নহেন, এইরূপ সাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, তাবা-তাবিয়িগণ ও সেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণ একে অন্যের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন। এনছাফ ১৬।১৮।১৯।২৩।২৫, হোজ্জাতোল্লাহেল বালেগা ১১৪।১১৫।১১৬ পৃষ্ঠা, তজনিব ১৭ পৃষ্ঠা, মোকাদ্দমায় সহিহ মোছলেম ১১ পৃষ্ঠা ও জফরল আমানি ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যদি একে অন্যের বিপরীত মত ধারণ করিলে, শেষোক্ত ব্যক্তির মত রদ হইয়া যায়, তবে সমস্ত সাহাবা, তাবিয়ি, তাবা তাবিয়ি ও মোহাদ্দেছের মত রদ হইয়া যাইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মজহাব বিদ্বেষী দলের সমস্ত মত রদ হইয়া যাইবে।

মোহাদ্দেছগণ হাদিসগুলির ও রাবিগণের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষীগণ তাঁহাদের তৎসমূদয় মত মান্য করিয়া থাকেন কিনা? যদি ইহারা মোজতাহেদ হওয়ার দাবী করেন, তবে তৎসমস্ত মান্য করিলে, ইহারা হারাম করিবেন, আর যদি মোকাল্লেদ হন, তবে তৎসমস্ত মান্য করিতে পারেন, কিন্তু নিজেদের মতানুযায়ী হারাম তকলিদে পতিত হইবেন। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মজহাব বিদ্বেষীগণ মোজতাহেদ না মোহাদ্দেছগণের মোকাল্লেদ ?

১৭। "মোকাল্লেদগণের কোরান হাদিছের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আছে কিনা? যাহারা মোজতাহেদের কওমের অতিরিক্ত প্রকাশ করেন, হানাফী মজহাব অনুসারে তাহাদিগকে মোকাল্লেদ বলা যাইবে কি স্বয়ের মোকাল্লেদ?

হানাফিদিগের উত্তর

মেশকাত, ৫৪।৫৫ পৃষ্ঠা,—

"(হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা (সাহাবাগণ) বিদেশে গমন করিয়া ছিলাম, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির উপর এক খণ্ড প্রস্তর পতিত হইয়া তাহার মস্তক আহত করিল, এমতাবস্থায় তাহার স্বপ্নদোষ (এহতেলাম)

ইহাতে তিনি আপন সঙ্গিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার পক্ষে তায়াম্মোমের অনুমতি পাইতেছ কিনা ? তাহারা বলিলেন, আমরা তোমার পক্ষে উহার অনুমতি পাইতেছি না, যেহেতু তুমি পানি সংগ্রহে সক্ষম ? তৎপরে সে ব্যক্তি গোছল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমরা (হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এই সংবাদ অবগত করান হয়। (তৎশ্রবণে) তিনি বলিলেন, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন, যখন আমরা অজ্ঞাত ছিল, তখন কেন জিজ্ঞাসা করিল না ? জিজ্ঞাসাই অজ্ঞাত ব্যক্তির তৃপ্তদায়ক। উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত দল কোরান ও হাদিছের অর্থ বুঝিতেন, কিন্তু এজতেহাদের ক্ষমতা না রাখার জন্য এইরূপ ভ্রম সঙ্কুল মত প্রকাশ করায় হজরত নবি (ছাঃ) এর বদ দোয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সহিহ মোছলেমের টীকা নাবাবী, ২।৭৬ পৃষ্ঠা।

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মুসলমানগণ এজমা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এজতেহাদের উপযুক্ত, সে ব্যক্তি এজতেহাদে ভ্রম করিলে গোনাহগার হইবে না, বরং একটী নেকী পাইবে। আর যে ব্যক্তি এজতেহাদের উপযুক্ত নহে, তাহার ব্যবস্থা প্রদান করা জায়েজ নহে। যদি সে ব্যক্তি ব্যবস্থা প্রদান করে, তবে নেকী পাইবে না, বরং সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে, এবং তাহার হুকুম সত্য হউক আর নাই হউক গ্রহণীয় হইবে না, কেননা তাহার দ্বারা প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান কচিৎ হইয়া থাকে ইহা শরিয়তের কোন দলীলের অন্তর্গত নহে, এজন্য সে ব্যক্তি প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করুক আর নাই করুক সমস্ত ব্যবস্থাতেই গোনাহগার হইবে, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই মরদুদ (বাতীল)।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী 'একদোলজিদ এর ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"এমাম বাগাবি বলিয়াছেন, যদি কেহ এজতেহাদের শক্তি সঞ্চয় না করিয়া থাকে, যদিও সে ব্যক্তি প্রাচীন এমামগণের মধ্যে কোন এক জনার মজহাবের মহাবিজ্ঞ হয়, তথাছ তকলিদ ব্যতীত তাহার উপারান্তর নাই, তাহার

পক্ষে কাজির পদ গ্রহণ করা এবং ফৎওয়া প্রদানের আশাযুক্ত হওয়া জায়েজ নহে।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, মোকাল্লেদের কোরাণ ও হাদিসের ব্যাখ্যা করার আবিষ্কার নাই এবং তাহার ফৎওয়া অগ্রাহ্য , আরও বুঝা গেল যে, এজতেহাদ বিহীন মজহাব বিদ্বেষিগণের প্রত্যেক ফৎওয়া মান্য করা হারাম, যে ব্যক্তি মান্য করিবে সে গোমরাহ্ হইবে।

১৮। “খায়েরুল-করুণ কাহাকে বলে ? খায়রুল করুণের সময়ে কোন মজহাব হইয়া ছিল কিনা ?

হানাফিদিগের উত্তর।

সাহাবা তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন সম্প্রদায়ের জামানাকে ‘খয়রুল করুণ (উৎকৃষ্ট জামানার) ইহার পরের জামানাকে মিথ্যা প্রকাশক জামানা বলিয়া হাদিছ শরীফে বলা হইয়াছে।

সাহাবাগণের জামানা ১২০ হিজরী তাবেয়িগণের জামানা ১৭০ হিজরী এবং তাবা তাবিয়িগণের জামানা ২২০ হিজরী অবধি ছিল। মেরকাত ৫।৫২০ পৃষ্ঠা ও তাক্‌মেল মাজমায়োল-বেহার, ১৪৪। ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) তাবেয়ি ছিলেন ও এমাম মালেক, শাফিয়ি ও আহমদ (রঃ) তাবা-তাবেয়ি ছিলেন, উক্ত চারি এমামের মজহাব ‘খয়রুল করুণের (উৎকৃষ্ট জামানার) সংগৃহিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ী, বা তৎপরবর্ত্তী, মোহাদ্দেছগণ তাবেয়িগণ অথবা তাবা তাবেয়িগণের মধ্যে ছিলেন না, এবং তাঁহাদের হাদিছের সত্য মিথ্যা ও রাবিদিগের দোষ গুণ বিচার উক্ত উৎকৃষ্ট জামানায় সংঘটিত হইয়াছিল না বরং তৎসমস্ত মিথ্যাপূর্ণ জামানায় হইয়াছিল, আর মজহাব বিদ্বেষীদিগের মজহাব বহু শতাব্দী পরে শেষ যুগে শয়তানি পূর্ণ জামানায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯। "কোরাণ হাদিসের খেলাফ কাজকে মন্দ কাজ বলা যাইবে কি না ?

হানাফিদিগের উত্তর।

মোহাদ্দেছগণ হাদিছ সহিহ কাহাকে বলে, ইহা নির্ব্বাচন করিতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা হাদিছকে সহিহ হাছান জইফ, মোরছাল, মোয়াল্লাক, আজিজ, গরিব মোয়াল্লাল ইত্যাদি বিভাগ করিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষীগণ মোহাদ্দেছগণের ও হাদিছ গ্রন্থগুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, এই সমস্ত কোরাণ ও হাদিছের মোয়াফেক না খেলাফ ? যদি মোয়াফেক হয় তবে প্রতি পক্ষগণ ইহার প্রমাণ পেশ করুন, আর যদি খেলাফ হয় তবে তাহারা এই সমস্তকে মন্দ বলিবেন কিনা ?

২০। "বর্ত্তমান সময়ে যে চারি মজহাব খাছ করিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও হানাফি। এই চারি এমাম কে কোন্ বংশের এবং কে কোন সময়ে কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন ও কে কোন স্থানে কিরূপে মৃত্যু হন। উক্ত চারি এমামের ওস্তাদগণ কে কোন মজহাবধারী ছিলেন ? উপরোক্ত চারি এমামের মধ্যে পরস্পর মোলাকাত ছিল কি না ? উক্ত চারি এমাম কে কোন মজহাব ধারী ছিলেন" ?

হানাফিদিগের উত্তর।

চারি এমামের জন্ম মৃত্যুর তারিখ ইতি পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, এমাম আবু হানিফা পারস্য বংশধর ছিলেন, তবে তাঁহার পিতামহ কু'ফার বাসেন্দা হইয়াছিলেন। এমাম ছাহেব কুফাতেজন্ম গ্রহণ করেন এবং বগদাদে এন্তেকাল করেন, তথাকার খএজরান নামক কবরস্থানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছে।

এমাম মালেক ইছবাহ বংশীয় ছিলেন। তিনি সাহাবা হজরত আনাছের (রাঃ) পুত্র ছিলেন, মদিনা শরিফে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় এন্তেকাল করেন, জান্নাতোল-বকি গোরস্থানে তাঁহার মজার রহিয়াছে। এমাম শাফেয়ি কোরএশ বংশোদ্ভাব ছিলেন, তিনি প্যালাষ্টাইনে (ফালাছতিনে) জন্ম গ্রহণ করেন, ২ বৎসর বয়সে মক্কা শরিফে নীত হন এবং মিশরে এন্তেকাল করেন।

এমাম আহমদ বেনে মোহাম্মদ বেনে হাম্বল বাগদাদের 'শয়বান' বংশের ছিলেন, তথায় জন্ম গ্রহণ ও এন্তেকাল করেন।

এমাম মালেক এমাম আবু হানিফার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এমাম শাফেয়ি এমাম মালেকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এমাম আহমদ এমাম শাফেয়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমাম বোখারি, মোছলেম ও আবুদাউদ এমাম আহমদের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এমাম তেরমেজি, এমাম বোখারির শিষ্য ছিলেন। এমাম নাছায়ি আবুদাউদের শিষ্য ছিলেন। এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ এমাম আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন, এমাম শাফেয়ি এমাম মোহম্মদের শিষ্য ছিলেন, এমাম আহমদ ও এহইয়া বেনে মইন এমাম আবু ইউছফের শিষ্য ছিলেন। উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, মোহাদ্দেছগণ চারি এমামের শিষ্য, প্রশিষ্য, প্রশিষ্যের শিষ্য বা প্রশিষ্যের প্রশিষ্য ছিলেন।

বর্ত্তমানের চারি মজহাবই চারি এমামের মজহাব, উহা তাঁদের শিক্ষকগণের মজহাব এবং ইহাই অবিকল কোরআন, হাদিছ ও সাহাবাগণের মজহাব।

এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে, নূতন নূতন মতগুলি প্রকাশ করিয়াছে, তৎসমূদয়কি সাহাবাগণের মজহাব, না কোরআন ও হাদিসের মজহাব?

২১। "তাহারা রসুলের (সঃ) হাদিস জমা করিয়া কোন গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন কিনা ? খাছ করিয়া হানফি মজহাবের ফেকার কেতাবে কোরাণ হাদিসের খেলাফ মসলা আছে কিনা ?

হানাফিদিগের উত্তর

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি 'হোজাতোল্লাহেল বালেগাতে লিখিয়াছেন, 'হাদিস দুই প্রকার—প্রথম রাবিগণের নাম সহ উহা লিপিবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয়, হাদিসগুলির মর্ম্ম হইতে ফরজ সুন্নত হালাল ও হারাম ইত্যাদি আহকাম

লিপিবদ্ধ করা হয়। সাহাবাগণ ও তাবেয়িগণ প্রথম শ্রেণীর হাদিস লিপিবদ্ধ করেন নাই, এমাম মালেক প্রথম শ্রেণীর হাদিস মোয়াত্তা কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এমাম আহমদ ও শাফিয়ির শিষ্যগণ তাঁহাদের উভয়ের যে, হাদিছ গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা মছনদে আহমদ ও মছনদে শাফেয়ি নামে অভিহিত হইয়াছে। এমাম আজমের শিষ্যগণ তাঁহার কতকগুলি হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কাশফোজ্জনুনে তৎসমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

চারি এমাম দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদিছ এত অধিক পরিমাণ লিখিয়াছেন যে, সেহাহ লেখকগণের হাদিসগুলি অপেক্ষা শত গুণ অধিকতর হইবে।

মোহাদ্দেছগণ 'হাদ্দাছানা' আখবরানা, কারা'তো আলায়ে 'আ'নফোলান 'মরফু' মোরছাল, 'মোনকার' ইত্যাদি শব্দ যোগ করিয়া যে হাদিসগুলি লিখিয়াছেন তৎসমস্ত হাদিস হইবে, আর চারি এমাম হাদিসগুলির অবিকল মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় হাদিস হইবে না, কোরআন ও হাদিসে ইহার প্রমাণ আছে কি ?

মজহাব বিদ্বেষীগণ দাবি করিয়া থাকেন যে, অন্যের তকলিদ করা হারাম, এক্ষেত্রে আমরা বলি, এমাম আবু হানিফা এজতেহাদ করিয়া যে মসলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে তদনুযায়ী কার্য্য করা ওয়াজেব। এক্ষণে যদি তাঁহার বিপরীত মতধারীগণ দাবি করেন যে এমাম আবু হানিফা অমুক মসলায় কোরআন ও হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, তবে ইহা বাতীল দাবী হইবে না কেন ? এমাম আবু হানিফা (রঃ) অন্য মোজতাহেদগণের তকলিদ করিবেন কেন? করিলেও আপনারা উহা শেরক ও হারাম বলিবেন কিনা ?

হানাফি বিদ্বানগণ যদি দাবি করেন যে, অমুক অমুক মোজতাহেদ বা মোহাদ্দেছ কোরআন ও হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, তবে তাহাদের এই দাবি গ্রাহ্য হইবে না কেন ?

আমাদের দাবি সত্য হইবে না, আর অন্য পক্ষের দাবী সত্য হইবে, ইহার সম্বন্ধে মজহাব বিদ্বেবীগণের উপর কোন অহি নাজিল হইয়াছে কি ? সেহাহ সেত্তা (ছয় খানা হাদিছের কেতাব) কে আপনারা সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়েছেন, কিন্তু তৎসমূদয়ের মধ্যে বিপীরত বিপরীত মর্ম্মবাচক হাদিসের বা মসলা দেখিতে পাওয়া যায়, মজহাব বিদ্বেষীগণের মতের বিপরীত অনেক মত তৎসমস্ত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে উক্ত ছয় খানা কেতাবে বা মজহাব বিদ্বেষীগণের কেতাব সমূহ কোরাণ ও হাদিসের খেলাফ মছলা আছে কিনা ?

সহিহ বোখারিতে আছে যে, কচ্ছপ বেঙ সামুদ্রিক সমস্ত জীব হালাল, ঈদের দিবস ব্যতীত কোরবানী করা জায়েজ নহে, এক মজলিশে তিন তালাক দিলে তালাক হইবে, স্ত্রীসঙ্গম কালে বীর্য্যপাত না হইলে গোসল ফরজ হইবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত কোরআন ও হাদিছের খেলাফ না মোয়াফেক?

সহিহ লেখক মোহাদ্দেছগণের একে যে হাদিছটী সহিহ বলিয়াছেন, অপর তাহা জইফ বলিয়াছেন, যদি তাহাদের প্রত্যেকের দাবি যাহা অন্যের বিরুদ্ধে আরোপিত হইয়াছে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে জগতের সমস্ত হাদিস বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, এই জন্য জগতের লোকে এত বড় বড় মোহাদ্দেছের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন এক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় মজহাব বিদ্বেষী দল যদি দাবি করেন যে হানাফি ফেকহের কেতাবে অমুক অমুক মসলা কোরআন ও হাদিসের খেলাফ আছে তবে এই দাবী প্রলাপোক্তি হইবে না কেন ?

২২। "মোছলমানগণের মধ্যে কোন বস্তু কাহার জন্য হালাল, কাহার জন্য হারাম, কাহার জন্য সোন্নত, কাহার জন্য মকরুহ, কাহার জন্য মানা ও কাহার জন্য জায়েজ এরূপ প্রথা যাহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে ও আপন আপন দলে বিভক্ত হইয়া আমল করে আবার তাহারা বলে চারে মিলে এক, একেতে চারি এমন লোককে কি বলা যাইতে পারে ?

হানাফিদের উত্তর

(ক) কোরান হাদিসে অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়, সাহাবাগণ তাবেয়িগণ, তাবা-তাবেয়িগণ ফরুয়াতে মাছায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, মোহাদ্দেছগণ বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষীগণ অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত প্রমাণ মৎপ্রণীত ফেরকাতোন নাজিল কেতাবে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা উপরোক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতধারীগণকে ভ্রান্ত বলিয়া দাবি করে, তাহারা কোরআন ও হাদিসকে ভ্রান্তিমূলক সাহাবা তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে ভ্রান্ত বলিয়া দাবি করিল এইরূপ বাতীল মতধারীগণ কেন বেদয়াতি ও গোমরাহ ফেরকাভুক্ত হইবেন না ?

(খ) এমাম বোখারি বলেন, স্ত্রীসঙ্গম কালে বির্য্য বাহির না হইলে গোছল ফরজ হইবে না, কিন্তু এমাম মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ বলেন উহাতে গোছল ফরজ হইবে। এমাম বোখারি বলেন নাপাক অবস্থায় কোরআন পাঠ জায়েজ হইবে। কিন্তু এমাম তেরমজি বলেন উহা জায়েজ হইবে না। এমাম বোখারি বলেন, সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হারাল, কিন্তু এমাম মোছলেম বলেন ইহা হারাম হইবে। এমাম তেরমজি বলেন, গহনার জাকাত ফরজ নহে, কিন্তু এমাম আবু দাউদ নাছায়ি বলেন উহা ফরজ হইবে। এমাম বোখারি বলেন কচ্ছপ ও বেঙ হালাল, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষীগণ উভয়টিকে হারাম বলেন, কেবল তাঁহাদের রংপুর মৌভাষার মৌঃ আবদুল বারি সাহেব উভয়টিকে হালাল বলিয়াছেন। মৌঃ এফাজদ্দিন সাহেব বলেন, বেনামাজির জানাজা হারাম, কিন্তু মৌঃ বাবর আলি ও মাওলানা নজির হোছেন সাহেবদ্বয় বলেন উহা জায়েজ। রংপুরের মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ আবদুল বারি ও অমৃতস্বরের মৌঃ ছানাউল্লাহ সাহেবদ্বয় বলেন স্ত্রীকে মাতা বলিলে জেহরের কাফ্যারা ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু তাহাদের মৌলবি আবদুল মান্নান অজিরাবাদী বলেন, উহাতে কাফ্যারা ওয়াজেব হইবে। তাহাদের কোন মৌলবি

বলেন কোন বস্ত্র নগদ মূল্যে ৪ টাকা ও ধারে ৬ টাকা বিক্রয় করা জায়েজ, কোন মৌলবী বলেন উহা নাজায়েজ। কোন মৌলবি বলেন তামাক হারাম ও কোন মৌঃ বলেন, উহা হারাম নহে।

যাহারা বলেন উক্ত ছয় মিলে বা বহু মৌলবী মিলে এক, একেতে ছয় বা বহু এরূপ লোকদিগকে কি বলা যাইবে?

খাছ করা রছুল (সঃ) ও সাহাবা উক্ত চারি এমামের সময় ছিল কিনা ? উক্ত চারি এমাম বা কোন সাহাবাও তাঁহাদের সময়ের বা তাঁহাদের পরের হাদিসের এমামগণ উক্ত চারি মজহাব বানাইয়া চারি দলে বিভক্ত করিবার আদেশ করিয়াছেন কিনা ?

হানাফিদিগের উত্তর

চারি এমাম কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ ও অস্পষ্টাংশ হইতে যে মসলাগুলি বাহির করিয়াছেন, তাহাই চারি মজহাব। আর কোরান ও হাদিছ হজরতের সময় হইয়াছিল, কাজেই প্রকৃতপক্ষে চারি মজহাব হজরতের জমানায় ছিল। একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে, এইরূপ উত্তর হইবে, চারি এমাম কোরআন ও হাদিছ হইতে মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন আর আল্লাহ রাছুল ও সাহাবাগণ কোরআন ও হাদিছ মান্য করিতে বলিয়াছেন, কিম্বা চারি এমাম এজমা ও কেয়াছ দ্বারা মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন আর আল্লাহ ও রাছুল এজমা ও কেয়াছ মান্য করিতে বলিয়াছেন। অথবা এইরূপ বলিলেও চলে যে, আল্লাহ ও রাছুল এমাম মোজতাহেদগণের মত মান্য করিতে বলিয়াছেন, আর চারি এমাম মোজতাহেদ ছিলেন, কাজেই চারি এমামের মজহাব মান্য করিতে আল্লাহ ও রাছুল বলিয়াছেন। মোহাদ্দেছগণ আড়াই বা তিন শতাব্দীর পরে নূতন মত সৃষ্টি করিলেন আল্লাহ রাছুল ও চারি এমাম তৎসমস্ত মান্য করিতে বলিয়াছেন কি ?

মক্কা ও মদিনার চারি মোছল্লার উপর দায়িত্ব সম্পন্ন আলেমগণের এজমা হইয়াছে। আর মোছাল্লামছ ছবুতের টীকার ৩১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মোজতাহেদগণ একমতে কোন কার্য্য করিলে, উহা মনোনীত মতে হজরত

নবি (আঃ) এর কার্য্যের তুল্য দলীল হইবে।" মূল কথা যে, জামানা হইতে চারি মছল্লা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই জামানা হইতে একাল পর্য্যন্ত মোজতাহেদ ফিল মাজহাব বা মোজতাহেদ ফিল ফৎওয়া (অর্থাৎ দায়ীত্বজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বানগণ) তৎসমস্ত স্থলে নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন, কাজেই ইহাকে এজমায় ফেয়েলি বলা হয়, ইহা শরিয়তের দলীল হইবে।

এই মজহাব বিদ্বেষীগণের মান্যপত্র এমাম বোখারী সহিহ বোখারির ২।১০৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"মোজতাহেদগণের এজমা মক্কা ও মদিনাবাসিদিগের এজমা মান্য করিতে হজরত নবি (ছাঃ) আদেশ করিয়াছেন।"

এই চারি মছল্লার উপর মক্কা ও মদিনাবাসিদিগের এজমা হইয়াছে, তবে উহা শরিয়ত সঙ্গত কার্য্য হইবে না কেন ?

এমাম বোখারি মোছলেম, আবু দাউদ, নাছায়ি ও তেরমেজি চারি প্রকার মত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের এইরূপ ফেরকাবন্দী জায়েজ হইলে, চারি মছলা জায়েজ হইবে না কেন ? আল্লাহ ও রাছুল তাঁহাদের এইরূপ ফেরকাবন্দীর হুকুম করিয়াছেন কি ?

২৪। "সোন্নত জমাত ও বড় জমাত কাহাকে বলে ? রসুলের (সঃ) ও সাহাবাগণের জমাতকে সোন্নত জমাত ও বড় জামাত বলা যাইবে কিনা ? যাহারা সাহাবাগণের খেলাফ মত বা মজহাব বাহির করিয়াছেন, তাহাদিগকে গোমরাহ বলা যাইবে কিনা ? উক্ত চারি মজহাবের মধ্যে কোনটি সোন্নত জমাত ? একটী যদি সোন্নত জমাত হয় তবে অপর তিনটি সোন্নত জমাতের বাহির হইবে কিনা ?

হানাফিদিগের উত্তর

তফসিরে আহমদী, ৪০ পৃষ্ঠা—

"সাহাবাগণ, তাবেয়িগণ ও প্রাচীন বিদ্বানগণ যে পথে চলিয়াছেন তাহাদের অনুসরণকারিগণ সুন্নত অল-জামাতভুক্ত হইবেন।"

হাদিছ শরিফে আছে, এই সুন্নত জামায়াত বড় জামায়াত হইবেন।

চারি এমাম কোরআন, হাদিস ও সাহাবাগণের তাবেদারি করিয়াছেন, কাজেই তাঁহারাই সুন্নত জামায়াত। তাঁহাদের চারি মজহাব উক্ত সুন্নত জামাতের পথ এবং কেয়ামত অবধি এই জামায়াত বড় দল থাকিবেন।

কোরআন ও হাদিছে ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত সত্য হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, মজহাব বিদ্বেষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মতকে দোজখের পথ বলিয়া কোরআন ও হাদিছের অমান্যকারী হইলেন। কোরআন ও হাদিছে এজমা ও কেয়াছকে শরিয়তের তৃতীয় ও চতুর্থ দলীল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, এই নব্য দল এজমা ও কেয়াছকে ত্যাগ করিয়া শরিয়তের প্রায় সাড়ে নয় ভাগ ত্যাগ করিলেন। কোরাণ ও হাদিছে সাধারণ লোককে এমাম মোজতাহেদগণের তকলিদ করিতে হুকুম করা হইয়াছে, এই দল তকলিদকে হারাম ও শেরক বলিয়া কোরআন ও হাদিছের হুকুমকে শেরক ও হারাম বলিয়া শরিয়ত হইতে খারিজ হইয়া গেলেন।

সাহাবাগণ ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, এজমায়ি ও কেয়াসি মাছায়েলের অনুসরণ করিয়াছেন, এক দল অন্য দলের তকলিদ করিয়াছেন, তকলিদ শাখছি করিয়াছেন বা করিতে বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করা এজমা ও কেয়াছের পয়রবি করা তকলিদ এবং তকলিদে শাখছি করাকে হারাম, শেরক ও কোফর বলিয়াছেন, কাজেই তাহারা সাহাবাগণের খেলাফ মত ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত, মোশরেক ও কাফের বলিয়া তাহাদের তরিকা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মজহাব বিদ্বেষীগণের আওনোল বারির ৩১ পৃষ্ঠায় রওজা নাদিয়ার ১৯।৫৬।৬৫ পৃষ্ঠায় ও তনবিরোল আএনাএনের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরতের সাহাবাগণের মত, বাক্য ও তরিকা কাহারও জন্য দলীল হইতে পারে না, এই জন্য তাহারা ২০ রাকায়াত তারাবিহ পাঠ করেন না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে মজহাব বিদ্বেষীগণ যেরূপ হজরতের রাছুল (ছাঃ) এর তরিকা ত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ সাহাবাগণের তরিকা ত্যাগ করিয়াছেন।

মজহাব বিদ্বেষীগণ সহিহ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম কেতাব, ছয়খানা কেতাবকে সহিহ কেতাব, সেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণের মত গুলিকে অগ্রগণ্য মোহাদ্দেছগণের কাল্পনিক মতগুলিকে অহি তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন ইহা হাদিছ ও সাহাবাগণের তরিকার খেলাফ কাজেই তাহারা এই সমস্ত মতের জন্য কেন সাহাবাগণের তরিকা হইতে খারিজ হইয়া গোমরাহ হইবেন না ?

সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন মতধারী হইয়াও তাঁহারা সমস্তই সুন্নত জামায়াত হইলে, চারি মজহাব, সুন্নত জামায়াতের মজহাব হইবে এবং তাহাদের মজহাবধারিগণ ছোন্নত জামায়াত হইবেন।

ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মজহাব ছিল, এক্ষণে তাহাদের সমস্তই কি ছোন্নত জামায়াত না একজন ছোন্নত জামায়াত ? যদি তাহারা সহস্রাধিক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মতধারী হইয়াও সকলেই সুন্নত জামায়াত হয়েন, তবে কোরআন হাদিছ ও সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের ফরুয়াত মসলায় চারি এমাম ভিন্ন ভিন্ন মতধারী হইয়া কেন এক সুন্নত জামায়াতভুক্ত হইবেন না।

আর যদি তাহাদের কেবল এক জন সুন্নত জামায়াত হন এবং অবশিষ্ট পাঁচ জন বেদয়াতি ও দোজখী ফেরকাভুক্ত হন, তবে কে বেহেশতী ফেরকাভুক্ত ও কাহারা দোজখী ফেরকাভুক্ত, তাহা ভায়ারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন কি ?

যদি মাত্র একজন সুন্নত জামায়াতভুক্ত হয়েন, তবে মজহাব বিদ্বেষীগণ অবশিষ্ট পাঁচ খানা কেতাবের হাদিছ মান্য করিয়া কি সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া গোমরাহ হইবেন না ?

২৫। "উক্ত চারি মজহাবের মধ্যে এক অন্যের বিপরীত আছে কি না ? হকের বিপরীত নাহক কিনা ? একটী যদি হক হয়, তবে অপর তিনটি নাহক হইবে না কেন ?

হানাফিদিগের উত্তর

চারি এমাম স্থল বিশেষে কোরআন শরিফের বহু দ্বার্থবাচক অর্থ হওয়ার জন্য বা বিপরীত বিপরীত আয়ত থাকার জন্য কতিপয় স্থলে ভিন্ন

ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন হাদিছের জন্য তাঁহারা কতিপয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন মতধারণ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহারা কতিপয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মতধারণ করিয়াছেন, এইরূপ ক্ষেত্রে যদি চারি মজহাবের মধ্যে একটি হক অপর তিনটি নাহক হয় তবে কোরাণ ও হাদিছের কোন কোন অংশ হক ও কোন কোন অংশ নাহক হইবে ? সাহাবাগণের মধ্যে কোন দল সত্য মতাববলম্বী ও কোন্ দল বাতীল মতাবলম্বী হইবেন ?

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যাহারা চারি মজহাবকে নাহক বলে, তাহারা কোরআন, হাদিছ ও সাহাবাগণের মতকে অসত্য বলিয়া গোমরাহ হইয়া যাইবে।

মোহাদ্দেছগণের এক একজন মোজতাহেদের অন্যের তকলিদ করা জায়েজ হইবে কিনা ? যদি জায়েজ হয় তবে দুনইয়ার সমস্ত মোজতাহেদ এক মতাবলম্বী হইতে পারেন, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষিগণের মতে এইরূপ তকলীদ হারাম।

আর যদি তকলীদ করা জায়েজ না হয় তবে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতধারী হওয়া অনিবার্য্য। এক্ষেত্রে হয় মজহাব বিদ্বেষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করা ওয়াজেব না হয় তকলীদ করা জায়েজ বলিবেন।

মোহাদ্দেছগণের একে অন্যের অনেক হাদিছকে জইফ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন মোহাদ্দেছের কথা সত্য, ইহা প্রতিপক্ষগণ যতক্ষণ প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ সমস্ত হাদিস জইফ ও অগ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মজহাব বিদ্বেষি মৌলবীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, ইহা ফেরকাতোন্নাজি ও এই বিজ্ঞাপনে প্রমাণ করা হইয়াছে, এক্ষণে কোন্ মৌলবি সত্য পথাবলম্বী তাহা যতক্ষণ প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহাদের সমস্ত মৌলবী বাতীল মতাবলম্বী হইবেন।

২৬। "মোসলমানের মধ্যে কোন মসলা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা কোরাণ ও হাদিস দ্বারা করা আবশ্যক কিনা ? আমার মতে, তুমি তোমার মতে অর্থাৎ যে যে মজহাবে আছ ও আছি সে সেই মজহাব

থাক ও থাকি, এরূপ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকা, মোসলেম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইতে পারে কিনা ?

হানাফিদিগের উত্তর

কোরআন শরিফে সাধারণ লোকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ করিলে মোজতাহেদগণের দিকে উক্ত ঘটনাকে উপস্থিত কর। আর মোজতাহেদগণকে হুকুম করিয়াছেন, উল্লিখিত বিষয় নিজ এজতেহাদে মীমাংসা কর।

যদি কোরআন শরিফের বা হাদিছের শব্দ দ্যর্থবাচক হয় বা আয়ত ও হাদিছ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয় তবে মোজতাহেদগণ প্রকৃত মর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ মতভেদ ঘটিত মস্‌লা স্পষ্টভাবে উক্ত দুই দলিলে তাহারা উহার ব্যবস্থা স্থির করিতে কেয়াস করিবেন। এক্ষণে তাহাদের কেহ কাহারও তকলীদ না করিয়া নিজ এজতেহাদ অনুযায়ী ফৎওয়া দিবেন, কাজেই তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া অনিবার্য্য। এইরূপ সাধারণ লোকে সেইরূপ চিরজীবন এক জন লোকের মতাবলম্বন করিবেন, বা এক এক সময় ভিন্ন ভিন্ন এমামের মতাবলম্বন করিবেন যদি প্রথম সূত্র স্বীকার করা হয়, তবে তকলিদ শাখছি হইবে, আর দ্বিতীয় সূত্র স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়া গোমরাহ হইবে। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণ কোন্ সূত্রটি স্বীকার করিবেন ?

এমাম বোখারির মতে মোছলেমের সহিহ মানিত বহু হাদিছ জইফ এমাম মোছলেমের মতে এমাম বোখারীর সহিহ মানিত বহু হাদিছ জইফ, এইরূপ অবশিষ্ট চারি জন এমামের অবস্থা বুঝিতে হইবে। উক্ত মোহাদ্দেছগণ কোরআন ও হাদিছ অনুযায়ী মীমাংসা করিয়াছেন, না যাহার মতে সেই থাক, এই পথের অনুসরণ করিয়াছেন।

মজহাব বিদ্বেষীগণ ইহার কোন মীমাংসা না করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন কি না ?

এবারকার মত ইতি—

সমাপ্ত